সাট্‌সা বুলেটিন

৭ম বর্ষ • ২৮তম সংখ্যা • জুলাই, ২০১৭

সম্পাদকীয়...

রাজ্যে কৃষি অগ্রগতির লেখচিত্র উর্দ্ধগামী। সমস্ত ফসলের ফলন বৃদ্ধি পেয়েছে। খাদ্য শস্য উৎপাদন পূর্বতন সরকারের শেষ পাঁচ বছরের গড় ফলনের থেকে (১৫০ লক্ষ মেট্রিক টন) প্রায় ২০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ১৮১ লক্ষ মেট্রিক টন। বহুল পরিমাণে বেড়েছে ডালশস্য, তৈলবীজের এলাকা ও ফলন। রপ্তানীযোগ্য সুগন্ধী চালের এলাকাও বেড়ে চলেছে। মাথা পিছু কৃষকের আয় হয়েছে প্রায় দ্বিগুণ। কৃষি উন্নয়নমূলক প্রকল্পগুলি সাফল্যের সঙ্গে রূপায়িত হচ্ছে। সমৃদ্ধ হচ্ছে বাংলার কৃষক। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে গ্রামে গঞ্জে কৃষকের হাহাকার আর কপাল চাপড়ানো আজ আর দেখতে হয় না। সরকারী ব্যবস্থাপনায় কৃষি আধিকারিকদের অক্লান্ত পরিশ্রমে বিগত দিনে প্রায় ৩৫ লক্ষ ক্ষতিগ্রস্থ কৃষক ১২০০ কোটি টাকারও বেশী অনুদান পেয়েছেন চেকের মাধ্যমে। যা এক কথায় অভূতপূর্ব।

বহু প্রচেষ্টার পর সঠিক সময়ে উন্নতমানের বীজ কৃষকদের কাছে পৌঁছে যাচ্ছে। বিভিন্ন স্তরের কর্মী, আধিকারিক, কৃষকদের প্রশিক্ষণের কাজে গতি এসেছে। পশ্চিমবঙ্গ উপর্যপরি পঞ্চমবার কৃষি কর্মন পুরস্কারে ভূষিত হয়েছে।

রাজ্যের কৃষি প্রযুক্তিবিদ আধিকারিকদের সংগঠন সাট্‌সার সদস্যদের প্রাণপাত পরিশ্রমে কৃষি দপ্তরের প্রকল্পগুলির সফল রূপায়ণের মাধ্যমে এই অগ্রগতি ঘটেছে।

উন্নয়ন বিরোধী এক শ্রেণীর কৃষি আধিকারিক ও আমলার চক্রান্তে এই অগ্রগতি বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কৃষি উন্নয়নের স্বপ্নকে ধূলিস্মাৎ করতে কোমর বেঁধে মাঠে নেমেছেন তাঁরা। পূর্বতন সরকারের আস্থাভাজন কতিপয় স্বার্থান্বেষী আধিকারিককে সদর দপ্তরে বসিয়ে দিয়ে উন্নয়নের কাজে বাধা সৃষ্টি করার প্রয়াস শুরু হয়েছে। প্রচেষ্টা শুরু হয়েছে নানা অছিলায় যোগ্য আধিকারিকদের সদর দপ্তর, জেলা দপ্তর থেকে অপসারণ করার।

সাট্‌সা এরকম কৃষি প্রগতি বিরোধী কাজ চলতে দিতে পারে না। লক্ষ্য করা যাচ্ছে এক শ্রেণীর বর্তমান ও অবসরপ্রাপ্ত কৃষি আধিকারিক উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের কাছে অসত্য তথ্য পরিবেশন করে তাঁদের বিভ্রান্ত করছেন। কুচক্রী এইসব মদতদাতাদের চিহ্নিত করে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার দাবী সাট্‌সা রাখে।

বাংলার কৃষি ও কৃষকের স্বার্থে অবিলম্বে এই অশুভ প্রয়াস বন্ধ হওয়া প্রয়োজন। যোগ্যতা, সততা ও নিষ্ঠাই পারে কৃষি উন্নয়নের পথ মসৃণ করতে। যা আমাদের প্রিয় সংগঠনের মূলধন। অতীতে বারবার একথা প্রমাণিত হয়েছে সাট্‌সার সদস্যগণ বাংলার কৃষি উন্নয়নের স্বার্থে কৃষকের পাশে ছিল, আছে ও থাকবে। কোনোরকম ঘৃণ্য চক্রান্ত করে সেই উজ্জ্বল ভাবমূর্তিকে বিনষ্ট করা যাবে না। আমাদের বিশ্বাস, সাট্‌সার সংগ্রামী সদস্যগণই এই অপচেষ্টাকে বিনষ্ট করে সংগঠনকে দূর্বল করার প্রয়াসকে রুখে দেবেন ও বাংলার কৃষি প্রগতিকে করবেন ত্বরান্বিত।

সাট্‌সা পঃবঙ্গ দিচ্ছে হলিডে হোমের সুবিধা

নিউ দীঘাতে সাট্‌সার হলিডে হোম ১লা জুলাই ২০১৭ তারিখ থেকে চালু হয়েছে। রয়েছে দুটি ডবল বেড রুম। অগ্রিম বুকিং এর জন্যে যোগাযোগ করুন সংশ্লিষ্ট জেলার জেলা সম্পাদকের সঙ্গে। অথবা ফোন করুন—

৯৪৩৩২২৪৩৩৭ / ৯৪৩৪৫০২৬৬৭ নম্বরে

কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির ২০১৭-১৮ বর্ষের প্রথম সভার প্রতিবেদন

গত ২৯শে এপ্রিল ২০১৭ তারিখে 'সাট্‌সা ভবনে' অনুষ্ঠিত হল সাট্‌সা পশ্চিমবঙ্গের ২০১৭-১৮ বর্ষের প্রথম কেন্দ্রীয় কার্য নির্বাহী কমিটির সভা। এই সভায় উপস্থিত ছিলেন সাট্‌সা পশ্চিমবঙ্গ-এর সভাপতি, সহ-সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক সহ অন্যান্য পদাধিকারীবৃন্দ।

সভাপতি, সাট্‌সা, শ্রী মুরারী যাদব উপস্থিত সকল সদস্যবৃন্দকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন, তিনি প্রথমেই কৃষি অধিকর্তাকে অন্ধকারে রেখে দপ্তর থেকে সরাসরি কৃষি অধিকর্তার অধীনস্থঃ আধিকারিকদের নির্দেশ পাঠানোর ক্রমবর্ধমান প্রবণতার সমালোচনা করেন। কৃষি আধিকারিকদের অপর একটি সংগঠনের তরফে করে চলা কৃষি ও কৃষক স্বার্থ বিরোধী ধারাবাহিক কাজকর্মের তিনি নিন্দা করেন এবং এই ধরনের কাজের বিরুদ্ধে সদস্যদের একযোগে প্রতিরোধ গড়ে তোলার আহ্বান জানান। তিনি আশা প্রকাশ করেন, সকল সদস্যবৃন্দের একত্রিত প্রচেষ্টায় আগামী দিনের সব কঠিন বাধা সহজেই অতিক্রম করবে আমাদের প্রিয় সংগঠন।

সহ-সভাপতি, সাট্‌সা, শ্রী তপন কুমার দাস ও শ্রী মৃদুল কুমার সাহা তাঁদের বক্তব্যের মাধ্যমে উপস্থিত সদস্যদের অনুপ্রাণিত করেন ও একটি সর্বাঙ্গ সুন্দর দ্বি-বার্ষিক সাধারণ সভার সার্থক আয়োজনের জন্য সকলকে ধন্যবাদ জানান। শ্রী সাহা বিগত বছরগুলির মত আগামী দিনেও সরকারী কার্য ক্ষেত্র ও সাংগঠনিক দুই ক্ষেত্রেই অসামান্য অবদান রাখার জন্য সভার কাছে আবেদন রাখেন।

সাধারণ সম্পাদক, সাট্‌সা পশ্চিমবঙ্গ, শ্রী গৌতম কুমার ভৌমিক ওনার বক্তব্যে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয় তুলে ধরেন। তিনি ৬ষ্ঠ দ্বি-বার্ষিক সাধারণ সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সমস্ত জেলা শাখাগুলিকে সংগঠনের হিসাব রক্ষার প্রচলিত ব্যবস্থার পরিবর্তন এনে প্রতি বছর এপ্রিল মাসের মধ্যে অডিট করানোর কথা স্মরণ করিয়ে দেন। আগামী এক মাসের মধ্যে ধান সংগ্রহের সঠিক রিপোর্ট পেশ করারও অনুরোধ করেন। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কারণে ক্ষতিগ্রস্থ হওয়া ফসলের রিপোর্ট দপ্তর কর্ত্তৃক নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অবশ্যই জমা দেবার আর্জিও জানান। তিনি সকল জেলা শাখাগুলিকে ক্যাপিটল আউটলের অর্থের সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে সমস্ত স্তরের কৃষি কার্যালয় নির্মাণের প্রস্তাব তৈরীর উপর জোর দিতে অনুরোধ করেন। তিনি জেলাগুলিকে গ্রেডেশন লিস্টের সংশোধনের জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র জমা দেবার কাজ ত্বরান্বিত করার নির্দেশ দেন। শ্রী ভৌমিক দীঘায় হলিডে হোম ভাড়া নেওয়ার কাজ অনিবার্যকারণে সম্পূর্ণ না হওয়ায় নিরাশা প্রকট করলেও এই ব্যাপারে প্রচেষ্টা চলবে বলে সভাকে আশ্বস্ত করেন।

তিনি সভার কাছে বিস্তারিত আলোচনার জন্য দুটি বিষয় পেশ করেন—(১) WBAS (গবেষণা) কৃত্যকটি রাজ্যের কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে আনয়ন (২) উদ্যানপালন দপ্তরের আধিকারিকদের নবগঠিত সংগঠনের অনুরোধের প্রেক্ষিতে তাঁদের সহায়তা প্রদান।

সাধারণ সম্পাদক Scale linked lesignation (SLD) বিষয়ে আশানুরূপ অগ্রগতি না হলেও হতাশ হবার কারণ নেই বলে মত প্রকাশ করেন। সবশেষে তিনি একটি যুক্তিগ্রাহ্য পদ্ধতির মাধ্যমে আধিকারিকদের বদলির ব্যবস্থার উপর জোর দেন এবং তা সকলকেই কোনোরকম অবিচারের হাত থেকে রেহাই দেবে বলে মত প্রকাশ করেন।

এরপর বক্তব্য রাখেন সাট্‌সা পশ্চিমবঙ্গের যুগ্ম সম্পাদক (সংগঠন) শ্রী গোষ্ঠ ন্যায়বান। তিনি বয়স ও দৃষ্টিভঙ্গীর তারতম্যের কারণে সদস্যদের দাবী দাওয়ার যে ভিন্নতা দেখা যায় তা যথোচিতভাবে বিশ্লেষণ করে পূরণের প্রচেষ্টার উপর জোর দেন। সংগঠনের বিভিন্ন জাঁকজমকপূর্ণ কার্যক্রম কোনো কোনো ক্ষেত্রে দপ্তরের বিভিন্ন স্তরে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। তিনি সংগঠনের জেলা শাখাগুলিকে কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সভা হবার ১৫ দিনের মধ্যে জেলা কার্যনির্বাহী কমিটি বা এর বর্ধিত সভা আহ্বান করতে অনুরোধ করেন যাতে কেন্দ্রীয় সভার আলোচনার নির্যাস দ্রুত, সঠিকভাবে ও সময়মতো সদস্যদের কাছে পৌঁছতে পারে।

কেন্দ্রীয় কোষাধক্ষ্য শ্রী গৌতম মন্ডল, হিসাব রক্ষার পদ্ধতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন।

সংগঠনের যুগ্ম সম্পাদক (আইন বিষয়ক) শ্রী স্বরূপ চৌধুরী, ভোটার তালিকার নিয়মিত ও ধারাবাহিক সংশোধন প্রক্রিয়ার উপর জোর দেন। এছাড়াও তিনি কৃষি বিভাগের নিজস্ব কার্যালয় নির্মাণের জন্য প্রস্তাব তৈরীর বিভিন্ন খুঁটিনাটি দিকগুলি নিয়েও আলোচনা করেন।

পত্রিকা সম্পাদক, সাট্‌সা, শ্রী সুমন সেন সভাকে দ্বি-বার্ষিক সভার প্রতিবেদন ও সাট্‌সার সংশোধিত সংবিধান প্রকাশের কাজের অগ্রগতির ব্যাপারে অবহিত করেন। এছাড়াও তিনি গ্রেডেশন লিস্ট সংশোধনের জন্য কাগজপত্র জমা দেবার সঠিক পদ্ধতি সম্বন্ধে আলোচনা করেন।

হিসাবরক্ষক, শ্রী শরদিন্দু পাল সংগৃহীত বিভিন্ন সাংগঠনিক তহবিল সময়মতো জমা দেবার জন্যে জেলা শাখাগুলিকে অনুরোধ করেন।

এই দিনে সাট্‌সা পশ্চিমবঙ্গের পক্ষে 'কৃষিরবি' প্রদান অনুষ্ঠান ২০১৩, ২০১৫ ও ২০১৭ সালের একত্রিত করা চারটি ডিভিডির একটি সেট প্রকাশিত হয়।

সভাপতি সাট্‌সা পশ্চিমবঙ্গ, শ্রী অরুণাভ মাইতি (কলকাতা), শ্রী শংকর দাস (কলকাতা) ও শ্রী সুরজিৎ রায় (দঃ ২৪ পরগণা) কে কেন্দ্রীয় সম্পাদকমন্ডলীতে এবং শ্রী দীপঙ্কর দাস (হাওড়া), শ্রী সুহাস চৌধুরী (উঃ ২৪ পরগণা) শ্রী তপন সরকার (কলকাতা) কে কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির মনোনীত সদস্য হিসাবে অনুমোদন করার প্রস্তাব সভার কাছে পেশ করেন। শ্রী দেবানন্দ রায় ও শ্রী দক্ষিণারঞ্জন বৈদ্য (কলকাতা) কে কেন্দ্রীয় সম্পাদক মন্ডলীর আমন্ত্রিত সদস্য হিসাবে মনোনীত করার প্রস্তাবও তিনি পেশ করেন।

এছাড়াও সাট্‌সা সংবিধানের দফা ১১ অনুযায়ী ৭টি সাবকমিটির সদস্য তালিকা ও ২০১৭-১৮ সালের র‍্যাপোর্টিয়ার হিসাবে শ্রী ভাস্কর দত্ত (কলকাতা) ও শ্রী কৌশিক ঘোষ (পুরুলিয়া) এর নাম তিনি প্রস্তাব করেন। প্রস্তাবগুলি সর্বসম্মতভাবে সভায় গৃহীত হয়।

মুর্শিদাবাদের শ্রী রমেন মন্ডল, পরেশনাথ বল ও প্রভাস ঘোষ, পূর্ব মেদিনীপুরের শ্রী শক্তিপদ মঙ্গল, বর্ধমানের ননীগোপাল ভঞ্জ, কাজী সঞ্জীবুল ইসলাম ও কলকাতার শ্রী রঞ্জন রায়চৌধুরীর কাছ থেকে প্রাপ্ত আবেদনের অনুমোদনের ভিত্তিতে সাট্‌সার সদস্য সংখ্যা বেড়ে হল ১০০৭ জন।

এরপর দ্বিতীয় পাতায়

সন্দেশ এক নজরে—

১) প্রশাসনিক শাখায় উচ্চতর দায়িত্বপূর্ণ পদে মোট ১২ জন (অতিরিক্ত কৃষি অধিকর্তা - ২ জন, যুগ্ম কৃষি অধিকর্তা - ২ জন, উপকৃষি অধিকর্তা - ৮ জন) বদলী হয়েছেন।

২) ২৫ বছরের MCAS-গত ১৫ই ফেব্রুয়ারী ২০১৭ তারিখে ১৯ জন আধিকারিকের (প্রশাসনিক শাখা) আদেশনামা বের হয়েছে।

৩) স্বাক্ষরিত হয়েছে দীঘায় হলিডে হোম সংক্রান্ত চুক্তিপত্র। সাট্সার সদস্যরা এখন থেকে দীঘায় সংগঠনের হলিডে হোমে থাকতে পারবেন। এ সংক্রান্ত বিস্তারিত নিয়মাবলী শীঘ্রই প্রকাশিত হবে।

৪) উপকৃষি অধিকর্তা পদে কর্মরত ৮ জন আধিকারিকের বদলীর আদেশনামা প্রকাশিত হয়েছে।

৫) প্রকাশিত হয়েছে সাট্সার সংবিধানের পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ।

৬) জেলায় জেলায় আয়োজিত হচ্ছে সাট্সার অর্ধবার্ষিক সাধারণ সভা। সাংগঠনিক আলোচনা ছাড়াও অনুষ্ঠানগুলিতে কৃষি ও কৃষকের উন্নয়নের নানা দিক নিয়েও পর্যালোচনা করা হচ্ছে।

৭) বর্ধমান, মালদা, উত্তর দিনাজপুর জেলায় সাট্সা জেলা শাখার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির, শিবিরগুলিতে কৃষক, কৃষি উপকরণ ব্যবসায়ীরা ছাড়াও সাট্সার সদস্যবৃন্দও রক্তদান করেন।

গবেষণা শাখা স্থানান্তকরণ সংক্রান্ত স্মারক লিপি

কৃষি দপ্তরের গবেষণা শাখা রাজ্য কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থানান্তকরণের উদ্দেশ্যে কৃষি দপ্তরের অতিরিক্ত মুখ্য সচিবের নিকট স্মারকলিপি (নং ৫৩ তাং ১৩.০৬.২০১৭) প্রদান করা হয়েছে। দাবির সপক্ষে নিম্নলিখিত যুক্তিগুলি পেশ করা হয়েছে।

1. In all other States of India Research Wing is serving under the respective SAUs.
2. Many research projects of ICAR; like Maize development, Sesamum development etc. are being shifted from the Govt. Research Stations to SAUs and the Calcutta University; as the Research Stations are not functioning under the SAUs.
3. The infrastructure and fund flow for conducting research work is better in the SAUs. compared to Govt. Research Stations.
4. The scientists who had been working under the State Agricultural Directorate are aware of the needs of the farmers and would be able to design the research programme with practically oriented outlook, thus enriching the quality and utility of agricultural research in the State.
5. The scientists serving under the Directorate has a very little scope of attending National and International Symposiums and Seminars to enrich their caculty. After being attached to SAUs they would enjoy better opportunity in this regard.

So, it is felt that the scientists will be able to play a more meaningful role in development of the State Agricultural Scenario, once they get the scope of working under better institutional environment of the SAUs.

১ম সভার প্রতিবেদন...

প্রথম পাতার পর

শ্রী অনির্বাণ লাহিড়ী, জেলা সম্পাদক, দঃ দিনাজপুর, শ্রী মৃণাল কান্তি ঘোষ, জেলা সম্পাদক বর্ধমান, শ্রী প্রদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, জেলা সম্পাদক, নদীয়া, শ্রী বুদ্ধদেব নস্কর যুগ্ম সম্পাদক (গবেষণা) ও শ্রী সঙ্গীত শেখর দেব, CEC সদস্য গবেষণা শাখাকে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে আনার প্রস্তাবের উপর বিস্তারিত আলোচনা করেন। সকলেই এই প্রস্তাবের স্বপক্ষে মত প্রকাশ করেন এবং এই প্রস্তাবের স্বপক্ষে যুক্তি পেশ করেন যে—(ক) বর্তমানে কৃষি গবেষণার ব্যাপ্তি - কৃষকদের উৎপাদিত পণ্যের সঠিক বাজারজাতকরণ, ফসলের যথাযত মূল্য প্রাপ্তি ও কৃষিজ শিল্পের চাহিদার উপর গড়ে ওঠা আবশ্যিক। (খ) রাজ্যে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (SAU) এর উন্নত পরিকাঠামো ব্যবহারের মাধ্যমে গবেষণার মান বাড়ানো সম্ভব হবে (গ) কৃষি কৃত্যকের গবেষণা শাখার আধিকারিকদের রাজ্যের বর্তমান কৃষি-চিত্র নিয়ে সম্যক ধারণা থাকায় গবেষণার পরিকল্পনা অনেক বেশী বাস্তবসম্মত হওয়া সম্ভব।

এর সঙ্গে বক্তারা সকলেই চাকুরীর নিরাপত্তা ও ধাপে ধাপে হস্তান্তর এর উপর জোর দেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের WBAS (গবেষণা) কৃত্যকের আধিকারিক ও বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা শাখার মধ্যে নিয়োগ পদ্ধতির পার্থক্য থাকার কারণে উদ্ভূত সমস্যা সমাধানের জন্য একটি যুক্তিগ্রাহ্য পদ্ধতি রূপায়ণেরও উল্লেখ করেন বক্তারা।

কৃষি দপ্তরের একটি অন্যতম দায়িত্ব কৃষি উপকরণের মান নিয়ন্ত্রন। রাজ্যের বিভিন্ন গবেষণাগার গুলিতে গবেষণা শাখার আধিকারিকরা কর্মরত আছেন। সুতরাং প্রস্তাবিত হস্তান্তরের সময়ে এ ব্যাপারে তাদের প্রয়োজনীয়তাও বিবেচনায় রাখা জরুরী বলে বক্তারা মত প্রকাশ করেন। এই বিষয়ে একটি স্মারকলিপি যত দ্রুত সম্ভব দপ্তরে পেশ করা হবে বলে সিদ্ধান্ত হয়।

শ্রী দুলাল বিশ্বাস, জেলা সম্পাদক, উত্তর ২৪ পরগণা, উদ্যানপালন দপ্তরে নবগঠিত আধিকারিক সংগঠনকে সহায়তা প্রদানের বিষয়ে আলোচনা করেন। তিনি বিষয় ভিত্তিক সহায়তা প্রদানের পক্ষে সওয়াল করেন। অন্যান্য বক্তারা একটি মঞ্চ (কনসর্টিয়াম) গঠনের পক্ষে রায় দেন।

সভাপতি, জেলা সম্পাদকদের কাছে তাদের জেলার কোনো জরুরী সমস্যা থাকলে তা সভায় পেশ করার অনুরোধ জানান।

জেলা সম্পাদক বীরভূম উপকৃষি অধিকর্তা (মৃত্তিকা সংরক্ষণ) এর কার্যকলাপে জেলা শাসকের হস্তক্ষেপের কথা উল্লেখ করেন। দার্জিলিং জেলার জেলা সম্পাদক গাড়ী ভাড়া তহবিল পাওয়া যায়নি বলে জানান। জেলা সম্পাদক নদীয়া বেথুয়াডহরির গবেষণা কেন্দ্রের শূন্যপদ পূরণ ও করিমপুর ব্লক ভেঙে দুটি ব্লক করার প্রস্তাব দেন। জেলা সম্পাদক, পঃ মেদিনীপুর মৃত্তিকা সংরক্ষণ বিভাগের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটিকে 'কৃষি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (ATC)' তে পরিবর্তন এবং ঝাড়গ্রাম মৃত্তিকা সংরক্ষণের অফিসটি উপকৃষি অধিকর্তা (ডি.পি.এ.পি)-র অফিসে আনার প্রস্তাব দেন।

জেলার খবর :

বাঁকুড়া

সাট্সা বাঁকুড়া জেলা শাখার ব্যবস্থাপনায়, মহিলা স্বশক্তিকরণের উদ্দেশ্যে গত ১লা জুলাই, ২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত হল স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যাদের মধ্যে উচ্চফলনশীল টিস্যু কালচার কলা ও পেঁপে চারা বিতরণ কর্মসূচী, চারা বিতরণের সাথে সাথে প্রায় ৪০০ জন মহিলাকে এই চারার পরিচর্য্যার পূর্ণাঙ্গ পদ্ধতি সম্পর্কে প্রশিক্ষিত করা হয়। বাঁকুড়া জেলার কোতলপুর, জয়পুর ও বিষ্ণুপুর ব্লকে অনুষ্ঠানগুলি সংগঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে সাট্সা জেলা শাখার পদাধিকারী ও সদস্যবৃন্দরা ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন যুগ্ম কৃষি অধিকর্তা (বাঁকুড়া রেঞ্জ)।

কোচবিহার

গত ৬ই মে ২০১৭, ২৭শে মে ২০১৭ ও ১৭ই জুন ২০১৭ তারিখে সাট্সা কোচবিহার শাখার উদ্যোগে আয়োজিত হল কৃষি উপকরণ বিক্রেতাদের তিনটি সচেতনতা শিবির। শিবিরগুলি অনুষ্ঠিত হয়েছিল যথাক্রমে দিনহাটা, পুন্ডিবাড়ী ও মাথাভাঙ্গা ব্লকে। প্রায় তিন শতাধিক কৃষি উপকরণ বিক্রেতা সাট্সার এই অভিনব উদ্যোগ থেকে উপকৃত হয়েছেন। এই শিবিরগুলিতে যোগদানের জন্য ও সক্রিয় অংশগ্রহণের জন্য উপকরণ বিক্রেতাদের উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মত। সাট্সা কোচবিহার জেলা শাখার সদস্যরা ও পদাধিকারীবৃন্দ অনুষ্ঠানগুলিতে উপস্থিত ছিলেন।

দক্ষিণ দিনাজপুর

বিগত ৬ই জুন ২০১৭, দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার হিলি ব্লকের ত্রিমোহিনীতে সাট্সা দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা শাখার উদ্যোগে পালিত হল বীজ শোধন প্রচার অভিযান কর্মসূচী। এই অনুষ্ঠানে সাট্সার পদাধিকারীগণ ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন উপকৃষি অধিকর্তা (প্রশাসন) দক্ষিণ দিনাজপুর, সহকারী সভাপতি হিলি পঃ সমিতি, প্রধান, ঢলপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েত, বিশিষ্ট সমাজসেবী ও বঙ্গরত্ন প্রাপ্ত শ্রী অমূল্য রতন বিশ্বাস। আকর্ষণীয় এই অনুষ্ঠানে বাউল গান, পদযাত্রা ইত্যাদির মাধ্যমে বীজ শোধনের উপকারিতার প্রচার করা হয়। ২৫০ জনেরও বেশী কৃষক এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, তাদের বীজ শোধনে উৎসাহিত করার জন্যে বিনামূল্যে বীজশোধনের ওষুধ বিতরণ করাহয়।

"The ultimate goal of farming is not the growing of Crops, but the Cultivation and Perfection of Human beings"

---Masanabu Fukuoka

স্টেট এগ্রিকালচারাল টেকনোলজিস্টস্ সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশন, ওয়েস্টবেঙ্গল-এর পক্ষে শ্রী সন্দীপ্ত দাস কর্তৃক সম্পাদিত ও ৮ডি, কৃষ্ণ লাহা লেন, কোলকাতা-১২ থেকে এবং রয় এন্টারপ্রাইজেস্-৯৮৩০৮৬৪৭০৩, কোলকাতা-২৬ দ্বারা মুদ্রিত।